যিশু খ্রিষ্টের প্রকাশ - নম্বর দুই

চুক্তির নামসমূহ

Jeff Pippenger

2023-08-10

শুরুর দিকেই কিছু মৌলিক দিকনির্দেশনা তুলে ধরার প্রচেষ্টায় আমি আগের প্রবন্ধগুলোতে অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছি। এখন আমি আলোচ্য বিষয়ে আরও বেশি মনোনিবেশ করার চেষ্টা করব। আপনার ধৈর্যের জন্য ধন্যবাদ।

আদি থেকেই ঈশ্বর আমাদের বোঝাপড়া বাড়াতে চেষ্টা করে আসছেন—তিনি কে এবং কী তা সম্পর্কে। সেই কাজে তিনি মানুষকে বোঝাতে নানা কৌশল অবলম্বন করেছেন, যেন তাঁর সম্বন্ধে যা প্রকাশ করা হয়েছে তা মানুষ বুঝতে পারে; এবং সেই কৌশলগুলোর একটি হলো তাঁর "নাম" ব্যবহারের কৌশল—শাস্ত্রে ঈশ্বরকে দেওয়া বহু নাম যেমন, তেমনই তাঁর মনোনীত প্রতিনিধিদের দেওয়া নামও। তিনি সৎ ও অসৎ উভয়েরই প্রতিনিধি নির্বাচন করেন।

ইতিহাস জুড়ে ক্রমান্বয়ে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে উপলব্ধিকে মহিমান্বিত করতে তিনি তাঁর মনোনীত চুক্তিবিদ্ধ জাতির মধ্যে ঘটে যাওয়া যুগভিত্তিক চুক্তি-ব্যবস্থার পরিবর্তনগুলোকে ব্যবহার করেছেন। অতএব, চুক্তি-ব্যবস্থার সেই যুগগত পরিবর্তনগুলোর ইতিহাসও নানাভাবে তাঁর চরিত্র ও স্বভাবের সত্যের মহিমান্বয়নের কথা বলে।

আমরা যদি প্রকাশিত বাক্যের প্রথম অধ্যায়কে ভূমিকা এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলোর চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচনা করি, তবে আমরা প্রথম অধ্যায়েই এমন কিছু সত্য পাই যা বইটির বাকি অংশকে প্রভাবিত করে। সেসব সত্যের একটি হলো যিশু খ্রিস্ট কে—এবং তা কেবল এই নয় যে তিনি আলফা ও ওমেগা। যদি প্রকাশিত বাক্যের প্রথম অধ্যায়ে কোনো সত্য উপস্থাপিত হয়, তবে তা নিঃসন্দেহে শেষ প্রজন্মের জন্য একটি পরীক্ষাস্বরূপ বর্তমান সত্য; আর শেষ প্রজন্ম বলতে পিতর যাকে 'নির্বাচিত প্রজন্ম' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তাকেই বোঝায়।

খ্রিস্টের চরিত্রের যে গুণটি আমরা অনুসন্ধান করছি, তার একটি হলো—তিনি আদি থেকেই অন্ত ঘোষণা করেন। যে সময়ে খ্রিস্ট অনেকের সঙ্গে এক সপ্তাহের জন্য চুক্তি নিশ্চিত করছিলেন, তা আক্ষরিক ইস্রায়েল থেকে আত্মিক ইস্রায়েলে চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থার পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। শাস্ত্রে যে ব্যবস্থাগত পরিবর্তনের ধারাগুলি চিহ্নিত হয়েছে—যেগুলো সবই খ্রিস্টের চরিত্র ও সত্তা সম্পর্কে জ্ঞানের বৃদ্ধির কথা বলে—সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: আব্রাম, ইসহাক, যাকোব, যোসেফ, মোশি, খ্রিস্ট, উইলিয়াম মিলার এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার। ঐ ধারার ওপর আরেকটি ব্যবস্থাগত পরিবর্তনের ধারা আরোপিত হয়েছে, যা ঈশ্বরের মণ্ডলীর সাতটি যুগকে চিহ্নিত করে—যেগুলো প্রকাশিত বাক্যের দুই ও তিন অধ্যায়ের সাতটি মণ্ডলীর দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে—কিন্তু সেগুলোতে আমরা এখন যাচ্ছি না। আদম ও হাওয়ার ক্ষেত্রেও তাদের পতনের পূর্বাবস্থা ও পরবর্তী অবস্থায় একটি ব্যবস্থার পরিবর্তন ছিল; এবং নোহের সময় প্লাবনের আগে থেকে প্লাবনের পরে—সেখানেও তো স্বাভাবিকভাবেই এক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল। এই সমস্ত ধারাই আমরা যে আলোর সঙ্গে কাজ করছি তাতে অবদান

রাখে, কিন্তু আমরা এখন মনোযোগ দিচ্ছি মিনোনীত জাতির ওপর।

খ্রিষ্ট যখন চুক্তির সপ্তাহের শুরুতে তাঁর প্রচারকার্য শুরু করলেন, তখন তিনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন।

> যিশু যখন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে উঠে এলেন; আর দেখো, স্বর্গ তাঁর জন্য উন্মুক্ত হলো, এবং তিনি দেখলেন ঈশ্বরের আত্মা পায়রার মতো অবতরণ করে তাঁর উপর এসে স্থির হলো; আর দেখো, স্বর্গ থেকে একটি কণ্ঠস্বর এলো, বলছে, "এই হলেন আমার প্রিয় পুত্র, যাঁর মধ্যে আমি সন্তুষ্ট।" মথি ৩:১৬, ১৭।

যখন যিশু জল থেকে উঠে এলেন, তখনই চুক্তির সপ্তাহের সূচনা হলো, আর তখন ঈশ্বরের একেবারে প্রথম কথা ছিল—পিতার এই ঘোষণা যে যিশুই ঈশ্বরের পুত্র। আমরা যদি "প্রথম উল্লেখের নীতি" বুঝি, তবে ওই তথ্যটির শক্তি প্রবল। না বুঝলে, ততটা নয়।

> আদিতে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। পৃথিবী ছিল নিরাকার ও শূন্য; গভীর জলরাশির উপর অন্ধকার ছিল। ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর ভাসছিলেন। আদিপুস্তক ১:১, ২।

উৎপত্তি পুস্তকে যেমন, অভিষেকে অনুষ্ঠানে ঈশ্বরত্বের তিন ব্যক্তি চিহ্নিত রয়েছে।

যে সত্য যে যিশু ঈশ্বরের পুত্র, দাউদের পুত্র এবং মনুষ্যপুত্র—এটি পরবর্তী সাড়ে তিন বছর ধরে শাস্ত্রী ও ফারিসিদের নিয়মিতভাবে বিচলিত করেছিল। যিশু তাঁর বাপ্তিস্মের সময় ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে যিশু থেকে যিশু খ্রিস্টে পরিবর্তিত হলেন। যখন যিশু বাপ্তিস্ম নিলেন, তিনি 'খ্রিস্ট' হলেন, যার অর্থ 'অভিষিক্ত', এবং হিব্রুতে যার শব্দটি 'মশীহ'। এবং অবশ্যই, হিব্রীয়রা এক মশীহের প্রত্যাশা করতেন এবং তারা জানতেন যে তিনি দাউদের পুত্র হবেন। পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে পবিত্র সাড়ে তিন বছর শুরু করার জন্য যখন তিনি 'অভিষিক্ত' হলেন, তখন তিনি পবিত্র আত্মাকে অবতরণ করতে দেখলেন এবং তাঁর পিতার কণ্ঠ শুনলেন।

সেটি ছিল এক অত্যন্ত গভীর অভিষেক অনুষ্ঠান, যেখানে তাঁর এবং তাঁর কাজ সম্পর্কে যে বার্তা ঘোষণা করা হয়েছিল, তা ছিল— "তিনি ঈশ্বরের পুত্র"। ইহুদিদের জন্য আরও উদ্বেগজনক ছিল শুধু এই নয় যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র; বরং তিনি ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে দাবি করেছিলেন যে, তিনি আসলেই স্বয়ং ঈশ্বর। ইহুদিরা এমন ধর্মনিন্দামূলক দাবি বলে যা বুঝেছিল, তা তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি! ইহুদিদের সংকট আসলে আব্রাহামের সংকট—কারণ আব্রাহাম ছিলেন ইহুদিদের পিতৃপুরুষ, চুক্তির জনক এবং চুক্তির শর্তাবলি মেনে চলার জন্য যে বিশ্বাস প্রয়োজন, তারও প্রতীক।

ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তিমূলক সম্পর্কে প্রবেশ করতে যে বিশ্বাস প্রয়োজন, আব্রাহামের উদাহরণ দেখায় যে সেই বিশ্বাস অবশ্যই পরীক্ষিত হতে হবে। আব্রাহামের পরীক্ষা—যা প্রমাণ করত তাঁর বিশ্বাস সত্য কিনা, নাকি কেবল অনুমান—এর ভিত্তি ছিল এই যে তিনি ঈশ্বরের বাক্য মেনে চলবেন কি না, এমনকি যদি তা ঈশ্বরের পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ বলে মনে হয় তবুও। আব্রাহাম জানতেন, মানববলিদান হলো হত্যা, এবং এটি সেই মূর্তিপূজক জাতিগুলোর মূর্তিপূজামূলক আচারের প্রতিনিধিত্ব করে, যাদের মধ্যে তিনি তখন বসবাস করছিলেন। শাস্ত্রবিদ ও ফারিসিরা তাদের চুক্তির শুরুর ইতিহাস থেকেই জানত যে ঈশ্বর একমাত্র ঈশ্বর; তারা এটাও জানত যে যিশু নিজেকে আরেকজন ঈশ্বর বলে দাবি করছেন। তারা তাদের চূড়ান্ত পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল।

> হে ইস্রায়েল, শুন: আমাদের ঈশ্বর প্রভু এক। ব্যবস্থাববিরণী ৬:৪।

যে ঐতিহাসিক বিবরণে মোশি পূর্ববর্তী পদটি লিপিবিদ্ধ করেছিলেন, সেইখানেই ঈশ্বর মোশিকে আগেই বলে দিয়েছিলেন যে সেই সময় থেকে তিনি যিহোবা নামে পরিচিত হবেন। তিনি আর কেবল সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর বলে পরিচিত থাকবেন না; সেই সময় থেকে তিনি যিহোবা নামে পরিচিত হবেন। ঐ একই বিবরণে, যেখানে তাঁর নামসমূহে প্রকাশিত তাঁর চরিত্র সম্পর্কে বোঝাপড়া তিনি আরও বৃদ্ধি করছেন, তিনি প্রাচীন ইস্রায়েলকে সুস্পষ্টভাবে এও জানাচ্ছেন যে ঈশ্বর একজনই। তাহলে যীশু খ্রিস্টের যুগের ইহুদিদের এ নিয়ে কী ভাবা উচিত ছিল?

তাঁর সেবাকার্যের পরবর্তী সময়ে, যখন তা যিরূশালেমে তাঁর বিজয়ী প্রবেশের শিখরে পৌঁছায়, ইহুদিরা আবারও হতবাক হয় যে যীশু শিশুদের তাঁর প্রশংসা গাইতে দিচ্ছেন।

> আর সামনের জনতা ও পেছনের জনতা চিৎকার করে বলল, 'দাউদের পুত্রকে হোশান্না! প্রভুর নামে যিনি আসছেন, তিনি ধন্য; সর্বোচ্চে হোশান্না।' মথি ২১:৯।

যে গানটির কথা ফারিসিদের পাগল করে তুলেছিল, তার সেই অংশটিই ছিল যেখানে যীশুকে দাউদের পুত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং আরও বলা হয়েছিল যে 'দাউদের পুত্র'ই প্রভুর নাম। তাঁর সেবাকর্মের সূচনালগ্নে, বিজয়ী প্রবেশের সময় এবং অবশ্যই ক্রুশে—বিতর্কের কেন্দ্রে ছিল যীশুর নাম নিয়ে উত্তেজনা।

> তখন ইহুদিদের প্রধান যাজকেরা পিলাতকে বললেন, 'ইহুদিদের রাজা' লিখবেন না; বরং লিখুন যে তিনি বলেছিলেন, 'আমি ইহুদিদের রাজা।' যোহন ১৯:২১।

অবশ্যই, পিলাত যদি লেখাটি বদলে সেখানে "আমি, ইহুদিদের রাজা" লিখতেন, তবে তা মূলত সঠিকই হত, কারণ "আমি"ই ছিল সেই নাম যা যীশু নিজে সম্পর্কে বারবার উপস্থাপন করেছিলেন। অবশ্যই, ঈশ্বরের বাক্য পরিবর্তন করার জন্য সেই ত্রুটিপূর্ণ যুক্তি প্রয়োগ করা—বিশেষ করে যখন তা ক্রুশের কাহিনি—এমন কাজ মানুষ তো কখনোই করবে না, তাই তো? যীশু ছিলেন "ইহুদিদের রাজা", কিন্তু তিনি "আমি"ও ছিলেন; সুতরাং "আমি, ইহুদিদের রাজা"—এই বক্তব্যটি এক অর্থে সঠিক, কিন্তু সেটাই মূল বিষয় নয়।

শুরুর দিকে থেকে, মধ্যভাগ জুড়ে এবং শেষে পর্যন্ত—সাড়ে তিন বছর ধরে—তাঁর নাম ছিল আলোড়নের কেন্দ্রবিন্দু। চুক্তিসিংক্রান্ত নামগুলোর ধারার ব্যাপারে বোঝার মতো অনেক বিষয় আছে, কিন্তু এখানে আমি দেখাতে চাই যে প্রাচীন ইস্রায়েলের শেষ পর্বে, ইহুদি ধর্মসমাজে, খ্রিষ্টের নামকে ঘিরে এক তোলপাড় হয়েছিল। দাউদের পুত্র হিসাবে তিনি মিশীহ হওয়ার সব যোগ্যতা রাখতেন; ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে (অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বর হিসেবেও) এবং মানবপুত্র হিসাবে, যিশু নিরিবাচিত জাতির জন্য এক বিশাল পরীক্ষা দাঁড় করালেন। তাঁদের চুক্তির ইতিহাসের শুরুতেই মূসা যখন ঈশ্বর একমাত্র ঈশ্বর—এ কথা এত স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, তখন এই মানুষটি কীভাবে একই সঙ্গে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের পুত্র হওয়ার দাবি করতে পারেন?

তবুও মানুষের মাঝে চলাফেরা করার খ্রিস্টের উদ্দেশ্যই সেটা ছিল। ঈশ্বর তাঁর মধ্যে ছিলেন, মানুষকে নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করছিলেন; আর তিনি তা করছিলেন মানুষকে যীশুকে দেখতে দেওয়ার মাধ্যমে—যিনি স্পষ্ট ও সরাসরি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে তোমরা যদি তাঁকে দেখে থাক, তবে তোমরা পিতাকেও দেখেছ। এই ইতিহাস ঈশ্বরের নিরিবাচিত জাতি হিসেবে আক্ষরিক ইস্রায়েলের সমাপ্তিকে নির্দেশ করে, আর শুরু থেকেই একটি তীব্র বিতর্ক

ছিল—ঈশ্বর কে এবং তিনি কেমন, এ বিষয়ে।

> ফেরাউন বলল, প্রভু কে, যে তাঁর কথা মেনে আমি ইস্রায়েলকে যেতে দেব? আমি প্রভুকে চিনি না; ইস্রায়েলকেও যেতে দেব না। নির্গমন ৫:২।

ফারাও কেবল ঈশ্বর-জ্ঞানবিরোধী নাস্তিক্যবাদী বিদ্রোহের প্রতীকই প্রকাশ করছেন না, বরং আব্রাহামের ঈশ্বর সম্পর্কে মিশরীয়দের ধারণাটিও প্রকাশ করছেন। এবং প্রভু বারবার বলছেন যে মিশরে তাঁর বিস্ময়কর কার্যাবলী ছিল এই জন্য, যাতে মানবজাতি জানতে পারে তিনি কে। ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি হিসেবে আক্ষরিক ইস্রায়েলের সূচনার ইতিহাস শেষকালের প্রতিরূপ।

উভয় ইতিহাসেই ঈশ্বর কে এবং কী—এ বিষয়ে বোঝাপড়ার অভাব আছে, যা তাঁর বিভিন্ন নামের সঙ্গে সম্পর্কিত; কিন্তু আমাদের বিবেচনায় আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, নির্বাচিত জাতি হিসেবে ইস্রায়েলের যুগের সমাপ্তির সময়ে খ্রিস্টের ইতিহাস দেখায় যে, ইহুদিরা তাঁদের মসিহাকে গ্রহণ করতে হোঁচট খেয়েছিল—এর একটি প্রধান কারণ ছিল, তারা জানত যে তাদের চুক্তির ইতিহাসের শুরুতেই ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করেছিল যে তিনি একমাত্র ঈশ্বর। কী দোটানা!

> এর পর তারা আর তাঁকে কোনো প্রশ্ন করতে সাহস করল না। তিনি তাঁদের বললেন, তারা কীভাবে বলে যে খ্রিস্ট দাউদের পুত্র? দাউদ নিজে গীতসংহিতার পুস্তকে বলেন, 'প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, তুমি আমার ডানদিকে বসো, যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পাদপীঠ করি।' অতএব দাউদ তাঁকে 'প্রভু' বলেন; তাহলে তিনি কীভাবে তাঁর পুত্র হন? লূক ২০:৪০–৪৪।

ইহুদিদের জন্য প্রশ্নোত্তর পর্বের এটিই শেষ, কারণ ওই মিথস্ক্রিয়ার পর তারা "তাঁকে মোটেই আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস করল না।" তিনি মাত্রই তাঁর সেবাকর্মের শেষে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন 'হারানো গৃহ'-এর জন্য (এবং ভাববাদী বর্ণনায় সবসময়ই একটি হারানো গৃহ থাকে), এবং তারপর তিনি তাঁর নামের বিষয়টি উত্থাপন করেন—"দাউদের পুত্র" হিসেবে, আর তাই মসিহা হিসেবে। সাড়ে তিন বছর জুড়েই বিতর্কটি তাঁর নানান নামকে ঘিরে, যা তাঁর চরিত্র ও স্বভাবকে প্রতিফলিত করে। সুসমাচারগুলিতে অন্যান্য অংশের পাশাপাশি, তাঁর নামটি আলোচিত হয়েছে শুরুর দিকেই, তাঁর বাপ্তিস্মে, এবং পরে 'হারানো গৃহ'-এর সঙ্গে তাঁর শেষ মিথস্ক্রিয়ায়—বিজয়ী প্রবেশে ও ক্রুশে।

> যখন তিনি এক শাস্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন, তখন ফরীশীরা যীশুকে ঘিরে কাছে জড়ো হয়েছিল। তারপর তিনি ঘুরে তাদের একটি প্রশ্ন করলেন: 'তোমরা খ্রিস্ট সম্পর্কে কী ভাবো? তিনি কার পুত্র?' এই প্রশ্নটি তাদের মশীহ-সম্পর্কিত বিশ্বাস পরীক্ষা করার জন্য করা হয়েছিল—তাঁকে কেবল একজন মানুষ বলে মনে করে কি না, না ঈশ্বরের পুত্র বলে। বহু কণ্ঠ একসঙ্গে উত্তর দিল, 'দাউদের পুত্র।' ভবিষ্যদ্বাণী মশীহকে এই উপাধিই দিয়েছিল। যখন যীশু তাঁর পরাক্রমশালী আশ্চর্যকর্মের মাধ্যমে তাঁর ঐশ্বরিকতা প্রকাশ করলেন, যখন তিনি অসুস্থদের সুস্থ করলেন ও মৃতদের জীবিত করলেন, তখন লোকেরা নিজেদের মধ্যে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এ কি দাউদের পুত্র নয়?' সিরোফেনিশীয় নারী, অন্ধ বার্তিমাই, এবং আরও অনেকে সাহায্যের জন্য তাঁকে ডেকে বলেছিল, 'হে প্রভু, দাউদের পুত্র, আমার প্রতি দয়া করুন।' মথি ১৫:২২। যখন তিনি আরোহন করে যিরূশালেমে প্রবেশ করছিলেন, তখন তাঁকে আনন্দধ্বনিতে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল, 'দাউদের পুত্রকে হোশান্না; যিনি প্রভুর নামে আসেন, তিনি ধন্য।' মথি ২১:৯। এবং সেই দিন মন্দিরে ছোট ছোট শিশুরাও সেই আনন্দধ্বনি প্রতিধ্বনিত

> করেছিল। কিন্তু যারা যীশুকে দাউদের পুত্র বলে ডাকত, তাদের অনেকেই তাঁর ঐশ্বরিকতা চিনতে পারেনি। তারা বুঝতে পারেনি যে দাউদের পুত্র একই সঙ্গে ঈশ্বরের পুত্রও।
>
> খ্রিস্ট দাউদের পুত্র—এই বক্তব্যের জবাবে যীশু বললেন, ‘তবে দাউদ আত্মায় [ঈশ্বরের অনুপ্রেরণার আত্মা] কীভাবে তাঁকে প্রভু বলে সম্বোধন করেন, এভাবে: “প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, আমার ডানদিকে বসো, যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের নিচে পাদপীঠ করি।” যদি দাউদ তাঁকে প্রভু বলে ডাকেন, তবে তিনি কী করে তার পুত্র হন? আর কেউই তাঁকে একটি কথারও উত্তর দিতে পারল না, এবং সেই দিন থেকে আর কেউ তাঁকে আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস করল না।’ The Desire of Ages, 609.

মশীহ হিসেবে তাঁর অভিষেক এবং যাদের রক্ষার জন্য তিনি এসেছিলেন, তাদের সঙ্গে তাঁর শেষ মিথস্ক্রিয়া—উভয়ই—তাঁর ঈশ্বরত্ব, তাঁর নামগুলোর প্রতীকার্থ এবং অবশ্যই ‘প্রথম উল্লেখের নিয়ম’কে কেন্দ্র করে ছিল। যিশু ইহুদিদের জন্য তাঁর প্রত্যক্ষ কাজের সমাপ্তি টানেন, ঐতিহাসিক দায়ূদের ইতিহাস ব্যবহার করে আধ্যাত্মিক দায়ূদ সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে। কেন দায়ূদ বলেন যে প্রভু প্রভুকে তাঁর সঙ্গে সিংহাসনে বসতে বলেন? কারণ শুরুতে রাজা দায়ূদ শেষের আধ্যাত্মিক রাজা দায়ূদকে প্রতিনিধিত্ব করেন। হারিয়ে যাওয়া গৃহের প্রতি যিশুর চূড়ান্ত উক্তি সঠিকভাবে বোঝার একমাত্র উপায় ছিল ‘প্রথম উল্লেখের নিয়ম’ প্রয়োগ করতে পারা; নিয়মটি না জানলে তা করা যায় না।

হারানো গৃহের প্রতি তাঁর শেষ বক্তব্যটি বোঝার জন্য ‘প্রথম উল্লেখের নিয়ম’ বোঝা প্রয়োজন ছিল। তাঁর সেই শেষ বক্তব্যে হারানো গৃহের কাছে সত্য উপস্থাপন করতে যীশু দাউদ ও দাউদের পুত্রকে ব্যবহার করেছিলেন। কারণ, তারা তো দাউদের গৃহই ছিল। অতএব যীশু পিতা (দাউদ)-কে ‘দাউদের পুত্র’-এর দিকে ফিরিয়ে দিলেন, এবং পুত্রকে (দাউদের পুত্র) তার পিতা (দাউদ)-এর দিকে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি পিতাকে সন্তানের দিকে ফিরিয়ে দিলেন, যেমন ‘শেষ দিনগুলোতে’ ইলিয়ার বার্তা তা করতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। ওটাই ছিল প্রাচীন বাস্তব ইস্রায়েলের প্রতি তাঁর চূড়ান্ত বার্তা, এবং সেটি ছিল এক ইলিয়ার বার্তা, কারণ তা ‘প্রথম উল্লেখের নিয়ম’-এর উপর ভিত্তি করে ছিল। অতএব ‘প্রথম উল্লেখের নিয়ম’ নিজেই সেই নিয়মের ভিত্তিতে যীশুর বার্তাকে ইলিয়ার বার্তা হিসেবে নিশ্চিত করে। ‘প্রথম উল্লেখের নিয়ম’ দাবি করে যে, যদি যোহন বাপ্তিস্মদাতার ইলিয়ার বার্তা ইস্রায়েলের হারানো গৃহের উদ্দেশে শেষ সতর্কতামূলক বার্তাগুলোর প্রথমটি হয়ে থাকে, তবে তাদের দেওয়া শেষ বার্তাটিও ইলিয়ার বার্তাই হবে। আর তাই-ই হয়েছিল...

উপরের সব কথা বলার পর, এখন আমি এদের থেকে একটি বিষয় নির্ণয় করব, যা ‘প্রথম উল্লেখের নিয়ম’—‘আলফা ও ওমেগা’—এর উপর ভিত্তি করে। প্রাচীন ইস্রায়েলের সূচনালগ্নে ঈশ্বর কে এবং কী—এই উপলব্ধি নিয়ে একটি বিতর্ক ছিল, যা প্রাচীন ইস্রায়েলের শেষপর্বে একই বিতর্কের প্রতিরূপ হয়ে দেখা দেয়। প্রাচীন ইস্রায়েলের অন্তিমপর্বে, খ্রিস্টের কাজের মধ্যে ছিল ইস্রায়েলের হারানো গৃহকে শেখানো যে ঈশ্বর কে এবং কী। শেষের ইতিহাসে খ্রিস্টের বিরুদ্ধে এমন এক প্রতিরোধ ছিল, যা সূচনায় প্রতিষ্ঠিত একটি মূল সত্যের উপর ভিত্তি করে ছিল। আধুনিক আত্মিক ইস্রায়েলের ইতিহাসেও একই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য থাকবে।

অ্যাডভেন্টবাদের সূচনাকালে ইতিহাসবিদরা আমাদের জানান যে মিলারাইটরা মূলত দুটি খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের অনুসারীদের নিয়ে গঠিত ছিল: মেথডিস্ট এবং ক্রিস্টিয়ান কানেকশন। মেথডিজমের প্রধান বিশ্বাস ছিল সঠিক খ্রিস্টীয় জীবনধারায় জীবনযাপনকে কেন্দ্র করে। তাদের ছিল সেই ‘পদ্ধতি’। ক্রিস্টিয়ান কানেকশনের প্রধান বিশ্বাসকে সংক্ষেপে বলা যায়

ক্যাথলিকদের ত্রিত্ব মতবাদের বিরোধিতা।

আমার গবেষণা যতদূর পৌঁছেছে, মিলারাইটদের প্রায় সমগ্র নেতৃত্ব ক্রিস্টিয়ান কানেকশনের সেই মতবাদে অবিচল ছিলেন। সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট রিফর্ম মুভমেন্ট (এসডিএআরএম)-এর অনেক শাখা আছে, যারা এখনও ‘অ্যান্টি-ট্রিনিটারিয়ানিজম’ সম্পর্কে মূল মিলারাইট বোঝাপড়াকে মেনে চলে ও তা প্রচার করে। অগ্রদূতদের সেই বোঝাপড়া যাঁরা ধরে রাখেন, তাঁদের জন্য একটি দোটানা (এবং চলমান বিতর্কের উৎস) ছিল এবং সর্বদা থাকবে—সেসব বহু ও নানাবিধ অংশের জবাব কীভাবে দেবেন, যেখানে সিস্টার হোয়াইট তাঁদের ধরে রাখা ও প্রচারিত মতবাদগত অবস্থানের সরাসরি বিরোধিতা করেন?

> আমাকে বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যারা উন্নত বৈজ্ঞানিক ধারণা অনুসন্ধান করছেন তাদের ভাবধারা বিশ্বাসযোগ্য নয়। নিম্নরূপ উপস্থাপনাগুলি করা হয়: 'পিতা অদৃশ্য আলোর মতো; পুত্র মূর্ত আলোর মতো; আত্মা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া আলো।' 'পিতা শিশিরের মতো, অদৃশ্য বাষ্প; পুত্র সুন্দর রূপে সঞ্চিত শিশিরের মতো; আত্মা জীবনের আসনে পতিত শিশিরের মতো।' আরেকটি উপস্থাপনা: 'পিতা অদৃশ্য বাষ্পের মতো; পুত্র সীসারঙা মেঘের মতো; আত্মা পতিত বৃষ্টি, যা সতেজকর শক্তিতে কার্যরত।'
>
> এই সব আধ্যাত্মিক প্রতিরূপ শুধুই শূন্যতা। সেগুলো অপূর্ণ, অসত্য। তারা সেই মহিমাকে দুর্বল ও ক্ষুণ্ণ করে, যার সঙ্গে কোনো পার্থিব সাদৃশ্যের তুলনা চলে না। ঈশ্বরকে তাঁর হাতের সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা যায় না। এগুলো তো কেবল পার্থিব বস্তু, মানুষের পাপের কারণে ঈশ্বরের অভিশাপের অধীনে কষ্টভোগ করছে। পৃথিবীর জিনিস দিয়ে পিতাকে বর্ণনা করা যায় না। পিতা হলেন দেবত্বের সমস্ত পরিপূর্ণতা দেহরূপে, এবং তিনি নশ্বর দৃষ্টিতে অদৃশ্য।
>
> "পুত্রই ঈশ্বরত্বের সমস্ত পরিপূর্ণতার প্রকাশ। ঈশ্বরের বাক্য তাঁকে 'তাঁর স্বরূপের স্পষ্ট প্রতিরূপ' বলে ঘোষণা করে। 'ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালোবাসলেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র জন্মপুত্রকে দান করলেন, যাতে যে কেউ তাঁর প্রতি বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, বরং অনন্ত জীবন পায়।' এখানে পিতার ব্যক্তিসত্তা প্রকাশিত হয়েছে।"
>
> যে সান্ত্বনাকারীকে খ্রিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি স্বর্গারোহণের পর পাঠাবেন, তিনি হলেন ঈশ্বরত্বের সমস্ত পরিপূর্ণতায় আত্মা, যিনি খ্রিষ্টকে ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করে এবং বিশ্বাস করে এমন সকলের কাছে ঐশ্বরিক অনুগ্রহের শক্তিকে প্রকাশ করেন। স্বর্গীয় ত্রয়ীর তিনজন জীবন্ত ব্যক্তি আছেন; এই তিন মহান শক্তির—পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা—নামে, যারা জীবন্ত বিশ্বাসের দ্বারা খ্রিষ্টকে গ্রহণ করে তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, এবং খ্রিষ্টে নতুন জীবন যাপন করতে তাদের প্রচেষ্টায় এই শক্তিগুলো স্বর্গের আজ্ঞাবহ প্রজাদের সঙ্গে সহযোগ করবে। বিশেষ সাক্ষ্যসমূহ, সিরিজ বি, সংখ্যা ৭, ৬২, ৬৩।

পাঠাংশটি "সেসব লোকদের মনোভাব" চিহ্নিত করে—যারা পিতা, পুত্র ও আত্মাকে "পার্থিব বিষয়" দিয়ে সংজ্ঞায়িত করছিল। এরপর তিনি বলেন, "পার্থিব বিষয় দিয়ে পিতাকে বর্ণনা করা যায় না।" তিনি যে দুটি বিষয় তুলে ধরেন, সেগুলো লক্ষ করুন; যদিও একটি কথা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে। তিনি এমন এক মিথ্যা ঈশ্বরত্বের বর্ণনাকে চিহ্নিত করছেন, যা, আপনি চাইলে, তিনজন ঈশ্বরকে চিহ্নিত করে। এটি ঈশ্বরত্বের একটি মিথ্যা বর্ণনা; কিন্তু ঈশ্বরত্বের মিথ্যা সংজ্ঞাটি যে আরও ভুল—কারণ সেখানে ঈশ্বরত্বে ঈশ্বরের সংখ্যাটিই ভুল ধরা হয়েছে—এই বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করেন না।

এ-ও খেয়াল করুন যে তিনি বলেন, পার্থিব বিষয় পিতাকে বর্ণনা করতে ব্যবহার করা যায় না। অথচ সেই কথাতেই তিনি নিজেই পার্থিব বিষয় ব্যবহার করছেন। মানুষেরই সন্তান, মা, বাবা, খালা-ফুফু এবং কাজিন থাকে। আর যিশু আমাদের বলেন, স্বর্গে, নবসৃষ্ট পৃথিবীতে, আর বিয়ে হবে না, কারণ আমরা দেবদূতদের মতো হব। দেবদূতদের মধ্যে ছেলে-মেয়ে বলে কিছু নেই। মানুষে মানুষে সম্পর্ক নির্ধারণ করতে যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়, ঈশ্বর সেই শব্দগুলোই তাঁর স্বভাব ও চরিত্র সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা দিতে ব্যবহার করেছেন; কিন্তু এমনকি "পার্থিব বিষয়"—যেগুলো অনুপ্রেরণায় মানুষের কাছে ঈশ্বরের চরিত্র ও স্বভাব শেখাতে ব্যবহৃত হয়েছে—সেগুলোও অপূর্ণ।

আমাদের জানানো হয়েছে যে, "স্বর্গীয় ত্রয়ীর তিনজন জীবন্ত ব্যক্তি আছেন" ... "পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা।" এই তিনজন ব্যক্তির সঙ্গে পার্থিব আত্মবাদী মনোভাব যুক্ত করা ঘৃণ্য, কিন্তু ঈশ্বরত্বের বাইবেলীয় সংজ্ঞার সঙ্গে "এই তিন মহান শক্তির নাম" যুক্ত করা ঘৃণ্য নয়।

ভাববাদিনী বলেন, ঈশ্বরত্ব গঠনকারী তিন মহান শক্তির "নাম" হলো পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। যেমন প্রতিটি বাইবেলীয় সত্যের ক্ষেত্রে হয়, আয়াতের পর আয়াত একত্র করলে, সম্পূর্ণ সাক্ষ্যে প্রকাশিত প্রতিটি পথচিহ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। নবীদের সাক্ষ্যসমূহ একত্রিত করতে হবে। দানিয়েলে খ্রিষ্টকে "পালমনি" নামে উল্লেখ করেন (অন্যান্য নামও আছে, এটি শুধু একটি উদাহরণ)। যোহন তাঁকে "আলফা ও ওমেগা" বলেন এবং মোশি তাঁকে "যিহোবা" বলেন। এলেন হোয়াইটের মতে তাঁর নাম হলো পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা।

> শয়তান . . . ভ্রান্তিকে ক্রমাগত চাপিয়ে দিচ্ছে—সত্য থেকে দূরে সরিয়ে নিতে। শয়তানের শেষতম প্রতারণা হবে ঈশ্বরের আত্মার সাক্ষ্যকে অকার্যকর করে দেওয়া। 'যেখানে দর্শন নেই, সেখানে প্রজা নাশ হয়' (নীতিবচন ২৯:১৮)। শয়তান চাতুর্যের সঙ্গে, বিভিন্ন উপায়ে ও বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করবে, যাতে ঈশ্বরের অবশিষ্ট জনগণের সত্য সাক্ষ্যের প্রতি আস্থা টলিয়ে দেয়।
>
> "সাক্ষ্যসমূহের বিরুদ্ধে শয়তানি এক ঘৃণা প্রজ্বলিত হবে। শয়তানের কার্যকলাপ হবে গির্জাগুলোর তাদের প্রতি বিশ্বাস টলিয়ে দেওয়া; কারণ হলো এই: ঈশ্বরের আত্মার সতর্কবাণী, ভর্ৎসনা ও উপদেশসমূহ মানা হলে, তার প্রতারণাগুলি প্রবেশ করানো এবং আত্মাগুলিকে তার ভ্রান্তিতে বেঁধে রাখার জন্য শয়তানের এতটা অবাধ পথ থাকবে না।" নির্বাচিত বার্তাবলী, বই ১, ৪৮।

এই অংশ থেকে একটি সংক্ষিপ্ত পাশের কথা। ঈশ্বরের বাক্য ও যীশুর সাক্ষ্যের জন্য যোহনকে পাতমোসে নির্বাসিত করা হয়েছে। তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার দুটি লক্ষ্যশ্রোতা আছে: অ্যাডভেন্টবাদের বাইরে যারা এবং অ্যাডভেন্টবাদের ভেতরে যারা। যোহন এমন এক অ্যাডভেন্টিস্টের প্রতিনিধিত্ব করেন, যিনি কেবল বাইবেলের প্রতি তাঁর আজ্ঞাপালনের কারণে জগতের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন তা-ই নয়, বরং ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মার লেখনাবলীর প্রতি তাঁর আজ্ঞাপালনের কারণেও নির্যাতিত হচ্ছেন। ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মার বিরুদ্ধে যে নির্যাতন চালানো হয়, তা আসে ভেতর থেকেই, বাইরে থেকে নয়।

প্রাচীন ইস্রায়েলে জাতির সূচনাকালে, মিশরে চারশো বছর থাকার পর, যাঁরা নির্বাচিত চুক্তির জনগণ হওয়ার কথা ছিল তারা আর বিশ্রামদিন পালন করত না। তারা খ্রিস্টের চরিত্র বা স্বরূপ জানত না। বন্দিদশায় থাকাকালে ঈশ্বর সম্পর্কে যে ভুল ধারণাগুলো তারা আত্মস্থ করেছিল, সেগুলোই তারা আঁকড়ে ছিল। দশটি মহামারি, লোহিত সাগর থেকে উদ্ধার, স্বর্গীয়

মান্না, পবিত্রস্থান ও তার সমস্ত আসবাবপত্র, পবিত্র অনুষ্ঠানসমূহ, প্রাঙ্গণ, পবিত্র স্থান ও অতিপবিত্র স্থান, ঈশ্বরের আইন, যে শিলা তাদের অনুসরণ করত, সেই শিলা থেকে বের হওয়া জল, এমনকি দণ্ডের উপর থাকা সাপ—সবই ছিল তাঁর নির্বাচিত জনগণের মধ্যে ঈশ্বর-জ্ঞান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে। এটি ছিল ক্রমোন্নতিশীল শিক্ষা। সেই ক্রমোন্নতিশীল শিক্ষা চলতে থাকল, যতক্ষণ না শাস্ত্রীরা আর সাহস করে তাঁকে কোনো প্রশ্ন করতে পারল না; এবং তখন তিনি চিহ্নিত করলেন সেই একেবারে শেষ বিষয়টি, যা নিয়ে তারা তাঁর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করেছিল—আর তা ছিল দায়ূদের নাম এবং খ্রিস্ট কে ও তাঁর স্বরূপ কী—এই বিষয়।

আধুনিক আধ্যাত্মিক ইস্রায়েলের সূচনাকালে, আধ্যাত্মিক বাবিলনে ১২৬০ বছর থাকার পর, যারা নির্বাচিত চুক্তিবদ্ধ জাতি হওয়ার কথা ছিল তারা আর বিশ্রামের দিন পালন করত না। তারা খ্রিষ্টের চরিত্র বা স্বভাব জানত না। বন্দিদশায় তারা যে ভুল ধারণাগুলো আত্মস্থ করেছিল, ঈশ্বর সম্পর্কে সেগুলোকেই আঁকড়ে ধরে ছিল। অ্যাডভেন্টিজমের ইতিহাস তার সকল মাইলফলক, ধর্মত্যাগ, আপস ও অভ্যন্তরীণ সংগ্রামসহ ১৮৮০-এর দশকে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায়, যখন The Desire of Ages প্রকাশিত হয়। সেই বইটির ৬৭১ নম্বর পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে এমন এক উপলব্ধি, যা অষ্টাদশ শতাব্দীর বোঝাপড়াকে বহুলাংশে অতিক্রম করে বিকশিত হয়েছে।

প্রাচীন ইস্রায়েলের শেষপর্যায়ে একটি বিতর্ক দেখা দেয়; ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে তাদের সীমিত ধারণা—যা তাদের প্রারম্ভিক ইতিহাসের বোঝাপড়ার ওপর ভিত্তি করে ছিল—ই তার কারণ। যীশুর সাক্ষ্য বলে, পিতা, পুত্র বা পবিত্র আত্মা—যিনিই হোন না কেন—তাঁরা সকলেই “ঈশ্বরত্বের পরিপূর্ণতা দেহরূপে” (কলসীয় ২:৯)। বাইবেলের সাক্ষ্য বলে, “শোন, হে ইস্রায়েল: আমাদের প্রভু ঈশ্বর একমাত্র প্রভু” (ব্যবস্থাবিবরণী ৬:৪)।

আধুনিক ইস্রায়েল ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে নানারকম ধারণা পোষণ করে, এবং তার মধ্যে কেবল একটিই সঠিক। আধুনিক ইস্রায়েলের সমাপ্তিকালে, অনুগ্রহের সময় এখনও চলমান থাকা অবস্থায়, ঈশ্বর তাঁর চরিত্র প্রকাশের কাজ সম্পন্ন করবেন। এটাই তিনি ইহুদিদের জন্য করেছিলেন, এবং তিনি কখনো বদলান না। এটি নিশ্চিত যে ঈশ্বরের স্বভাব ও চরিত্র সম্পর্কে আমাদের বোধ অনন্তকাল জুড়ে বাড়তে থাকবে, কিন্তু এ বিষয়ে একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সত্যের ধারাবাহিকতা আছে, যা ঈশ্বর নিজের সম্পর্কে তাঁর জনগণকে শিক্ষিত করতে যে প্রচেষ্টা করছেন তা প্রকাশ করে, আর সেই ইতিহাসই এখন তিনি যে শিক্ষা দিতে চান তার অংশ। এবং সেই শিক্ষাপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে নবূতিবাণীতে যে তথ্য রয়েছে, তা আলোচনার এমন এক সমাপ্তিকে চিহ্নিত করে, যা অনুগ্রহের সময়ের অবসানের সাথে মিলে যায়।

> "খ্রিস্ট হলেন পূর্বঅস্তিত্বশীল, স্ব-অস্তিত্বশীল ঈশ্বরের পুত্র.... তাঁর পূর্বঅস্তিত্বের কথা বলতে গিয়ে, খ্রিস্ট মনকে অনাদিকালের ভেতর দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যান। তিনি আমাদের নিশ্চিত করেন যে, এমন কোনো সময় কখনও ছিল না যখন তিনি চিরন্তন ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে ছিলেন না। যাঁর কণ্ঠস্বর তখন ইহুদিরা শুনছিল, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, যেন তাঁর সঙ্গেই বড় হয়ে ওঠা একজনের মতো।" Signs of the Times, August 29, 1900.
>
> "তিনি ঈশ্বরের সমান ছিলেন, অসীম এবং সর্বশক্তিমান.... তিনি চিরন্তন, স্বয়ং-অস্তিত্বশীল পুত্র।"

> যখন খ্রিষ্ট এই পৃথিবীতে ছিলেন, তখন তাঁর মানবত্ব সম্পর্কে ঈশ্বরের বাক্য কথা বলে; তেমনি এটি তাঁর পূর্বঅস্তিত্ব সম্পর্কেও সুস্পষ্টভাবে কথা বলে। 'বাক্য' একজন ঐশ্বরিক সত্তা হিসেবে বিদ্যমান ছিলেন—অর্থাৎ অনন্ত ঈশ্বরপুত্র হিসেবে—তাঁর পিতার সঙ্গে ঐক্য ও একাত্মতায়। অনাদি কাল থেকে তিনি ছিলেন সেই চুক্তির মধ্যস্থকারী, যাঁর মধ্যে পৃথিবীর সকল জাতি—ইহূদি ও অইহূদি—তাঁকে গ্রহণ করলে আশীর্বাদিত হতো। 'বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন।' মানুষ বা স্বর্গদূত সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, এবং ঈশ্বর ছিলেন। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ৫ এপ্রিল, ১৯০৬।

উক্ত অংশে সে জনের একেবারে প্রথম কথাগুলো থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে।

> আদিতে বাক্য ছিল, এবং সেই বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল, এবং সেই বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন। তিনিই আদিতেই ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। সবকিছু তাঁর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে; আর তাঁকে ছাড়া কোনো কিছুই সৃষ্টি হয়নি। যোহন ১:১-৩।

আদিতে অন্তত দুইজন ঈশ্বর ছিলেন, কারণ যোহন মাত্রই বলছেন, "বাক্য ঈশ্বর ছিলেন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন।" উৎপত্তি পুস্তকের প্রথম পদে হিব্রু শব্দ "এলোহিম"কে "ঈশ্বর" হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। প্রায়ই ঈশ্বরের বাক্যে "এলোহিম" একবচন ঈশ্বর নির্দেশ করতে ব্যাকরণগতভাবে এমনভাবে ব্যবহৃত হয়, তবুও শব্দটি বহুবচন। এই বিষয়ের ওপর তাঁর দ্বিতীয় সাক্ষ্যের মাধ্যমে যোহন ঐ পদে "এলোহিম"কে একবচন ঈশ্বর হিসেবে বিবেচনার ধারণাটি দূর করেন। তাঁর সাক্ষ্য অন্তত দুইজন ঈশ্বর আছেন—এ কথা প্রতিষ্ঠা করে।

"ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা"কে সমর্থন করার দাবি করেন এমন ত্রিত্ববাদের বিরোধীদের জন্য আরও উদ্বেগজনক হলো যে, আদিতে "ঈশ্বরের আত্মা জলসমূহের উপর ভাসমান ছিলেন।" জলসমূহের উপর চলমান সেই "আত্মা" কি পিতা, নাকি পুত্র, নাকি তিনি কি সিস্টার হোয়াইট যেমন তাঁকে সম্বোধন করেন, স্বর্গীয় ত্রয়ীর তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন? যোহনের সুসমাচারের প্রথম তিনটি পদের পর এই কথাগুলো আসে।

> তাঁর মধ্যে জীবন ছিল; আর সেই জীবন ছিল মানুষের আলো। আর সেই আলো অন্ধকারে জ্বলছে; কিন্তু অন্ধকার তা গ্রহণ করল না। যোহন ১:৪, ৫।

আলো ও অন্ধকারের উল্লেখে আদিপুস্তকের শুরুতে যা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

> আর ঈশ্বর বললেন, আলো হোক; এবং আলো হল। আর ঈশ্বর দেখলেন যে আলো ভালো; এবং ঈশ্বর আলোকে অন্ধকার থেকে পৃথক করলেন। আদিপুস্তক ১:৩, ৪।

ঈশ্বরত্বের পরিচয়ের পর যে সৃষ্টিবৃত্তান্ত আসে, সেখানে বিষয় হলো আলো; এই আলো সম্পর্কিত দুইটি সমান্তরাল পাঠাংশে আমরা শিগগিরই ফিরে আসব। আদিতে যে প্রথম সত্যটি আলোচিত হয়েছে, তা হলো ঈশ্বরত্বের গঠন বা স্বরূপ। কিন্তু পাঠাংশটি দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পদ পর্যন্ত থামে না; সেখানে আমরা দেখি, সৃষ্টিবৃত্তান্তের শেষে তিনটি শব্দ শুরু হয় তিনটি হিব্রু বর্ণ দিয়ে, যা একত্রে 'সত্য' হিসেবে অনূদিত শব্দটি গঠন করে।

সৃষ্টির বিবরণের সূচনায় ঈশ্বরত্বের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তারপর তাঁর বাক্যের সৃজনশীল শক্তি তুলে ধরা হয়েছে, এবং শেষে সত্য, তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা, এবং আলফা ও ওমেগা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা ঈশ্বরের নামকে প্রতিফলিত করে এমন এক ঐশ্বরিক স্বাক্ষর

দিয়ে অংশটির সমাপ্তি ঘটে।

> সপ্তম দিনে ঈশ্বর তাঁর করা কাজ শেষ করলেন; এবং তিনি সপ্তম দিনে তাঁর করা সমস্ত কাজ থেকে বিশ্রাম নিলেন। আর ঈশ্বর সপ্তম দিনকে আশীর্বাদ করলেন এবং তাকে পবিত্র করলেন, কারণ সে দিনে তিনি তাঁর সমস্ত কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন, যা তিনি সৃষ্টি ও নির্মাণ করেছিলেন। উৎপত্তি ২:২, ৩।

ঈশ্বরের বাক্যে শেখানো প্রথম সত্যগুলির সমাপ্তিই এই অংশটির চূড়ান্ত শিখর। এটি “God,” “created” এবং “made”—এই তিনটি শব্দ দিয়ে শেষ হয়েছে, ফলে অংশটির শুরুটিকে যেমন জোর দেয়, তেমনি সমান গুরুত্বে সপ্তম দিনের সাবাথকেও তুলে ধরে। সাবাথ অবশ্যই সৃষ্টির প্রতীক এবং ঈশ্বর ও তাঁর মনোনীত জনগণের মধ্যে থাকা চিহ্ন। “সত্য”টি সৃষ্টির ঐ শেষে তিনটি শব্দের প্রতিটির প্রথম অক্ষর—এই তিন অক্ষরে উপস্থাপিত হয়েছে। এই সাক্ষ্য জোর দিয়ে দেখায় সাবাথ-সত্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ; কিন্তু সমানভাবে গভীর বিষয় হলো, ওই তিনটি অক্ষর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার তিনটি ধাপকেও প্রতিনিধিত্ব করে। অতএব, বাইবেলের একেবারে প্রথম অংশে ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তির চিহ্ন হিসেবে সাবাথ যেমন চিহ্নিত, তেমনি সময়ের শেষে এটি পরীক্ষার বিষয় হিসেবেও চিহ্নিত। বাইবেলের শেষ গ্রন্থটি যোহনের সুসমাচারের সাক্ষ্যের সঙ্গে একটি তৃতীয় সাক্ষ্য যোগ করে।

> এশিয়ায় যে সাতটি মণ্ডলী আছে, তাদের উদ্দেশে যোহনের পক্ষ থেকে: যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, এবং যিনি আসছেন, তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কৃপা ও শান্তি বর্ষিত হোক; এবং তাঁর সিংহাসনের সামনে যে সাত আত্মা আছে, তাদের পক্ষ থেকেও; এবং যীশু খ্রীষ্টের পক্ষ থেকেও—তিনি বিশ্বস্ত সাক্ষী, মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, এবং পৃথিবীর রাজাদের অধিপতি। যিনি আমাদের ভালোবেসেছেন এবং নিজের রক্তে আমাদের পাপ থেকে ধুয়ে শুদ্ধ করেছেন, এবং আমাদেরকে ঈশ্বর, অর্থাৎ তাঁর পিতার জন্য, রাজা ও যাজক করেছেন—তাঁরই মহিমা ও কর্তৃত্ব যুগে যুগে থাকুক। আমেন। দেখ, তিনি মেঘের সঙ্গে আসছেন; প্রত্যেক চক্ষু তাঁকে দেখবে, এমনকি যারা তাঁকে বিদ্ধ করেছিল তারাও; এবং পৃথিবীর সমস্ত জাতিগোষ্ঠী তাঁর কারণে বিলাপ করবে। তেমনই হোক, আমেন। আমি আলফা ও ওমেগা, আদি ও অন্ত, বলেন প্রভু—যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, এবং যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান।

> আমি যোহন, যে তোমাদের ভাই এবং ক্লেশে, ও যীশু খ্রীষ্টের রাজ্য ও ধৈর্যে সহভাগী, ঈশ্বরের বাক্য এবং যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্যের জন্য পাতমোস নামে যে দ্বীপ আছে সেখানে ছিলাম। প্রভুর দিবসে আমি আত্মার মধ্যে ছিলাম, এবং আমার পিছনে তূর্যের মত এক মহা স্বর শুনলাম, যা বলছিল, আমি আলফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ; এবং তুমি যা দেখ, তা একটি গ্রন্থে লিখ, এবং এশিয়ায় যে সাতটি মণ্ডলী আছে, তাদের কাছে পাঠাও; এফেসুসে, স্মির্নায়, পার্গামোসে, থিয়াতিরায়, সার্দিসে, ফিলাদেলফিয়ায়, এবং লাওদিকিয়ায়। প্রকাশিত বাক্য ১:৪-১১।

প্রকাশিত বাক্যের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম তিনটি পদ চূড়ান্ত সতর্কবার্তাকে চিহ্নিত করে এবং সেই বার্তাটি কীভাবে ঈশ্বর থেকে মানবজাতির কাছে পৌঁছানো হয় তা বর্ণনা করে। এতে আরও বলা হয়েছে যে এটি যীশু খ্রিস্টের প্রকাশ; ফলে প্রকাশিত বাক্য পুস্তক ও দানিয়েল পুস্তকের মধ্যে একটি পার্থক্য স্পষ্ট হয়। একটি হলো ভবিষ্যদ্বাণী, অপরটি প্রকাশ।

> "প্রকাশিত বাক্যে বাইবেলের সব পুস্তক মিলিত হয়ে পরিসমাপ্ত হয়। এখানেই দানিয়েলের পুস্তকের পরিপূরক রয়েছে। একটি ভবিষ্যদ্বাণী; অন্যটি উদ্ঘাটন। যে পুস্তকটি সিলমোহর করা হয়েছিল, তা প্রকাশিত বাক্য নয়; বরং দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর যে অংশটি শেষ দিনের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেটিই। স্বর্গদূত আদেশ দিলেন, 'কিন্তু তুমি, হে দানিয়েল, কথাগুলো গোপন রাখো, এবং পুস্তকটিকে শেষ সময় পর্যন্ত সিলমোহর করে রাখো।' দানিয়েল ১২:৪।" প্রেরিতদের কার্যাবলি, ৫৮৫।

প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে এমন কিছু ভবিষ্যদ্বাণীর ধারা আছে, যেগুলোকে চিনে নিয়ে একটির পর আরেকটি করে একত্র করতে হয়। সেই সব ভবিষ্যদ্বাণীর ধারা প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থেই এসে শেষ হয়, কিন্তু যে গ্রন্থ সিলমোহর করা ছিল, তা প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থ নয়, এবং সিলমোহর করা হয়েছিল শুধু দানিয়েলের গ্রন্থটিকেই— এমনও নয়; বরং দানিয়েলের গ্রন্থে সিল করা ছিল "দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর যে অংশটি শেষ কালের সঙ্গে সম্পর্কিত" সেটিই।

“শেষ দিনগুলো” সাধারণ অর্থে বোঝা যায়, কিন্তু সেগুলোকে ঈশ্বর-প্রেরিত বাক্য হিসেবে (যা তা-ই) বুঝতে গেলে, আমাদের এটাও মূল্যায়ন করতে হয় যে “শেষ দিনগুলো” কথাটির সঙ্গে কোনো ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীকী অর্থ যুক্ত আছে কি না। “শেষ দিনগুলো” ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট সময়কাল, যার পক্ষে বহু দিক থেকে সমর্থন রয়েছে। আমি আশা করি নিকট ভবিষ্যতে সেই ইতিহাসটি তুলে ধরব। এটি বিশেষভাবে ১৭৯৮ সাল থেকে কৃপাকালের সমাপ্তি পর্যন্তের ইতিহাস। এটা বোঝার এক উপায় হলো, আক্ষরিক পবিত্রস্থান-সেবায় বছরে এক দিন ছিল যা বিচারকে প্রতিনিধিত্ব করত, আর সেটি ছিল প্রায়শ্চিত্তের দিন। ঐ আক্ষরিক অনুষ্ঠানটি প্রতীকায়িত করেছিল যাকে সিস্টার হোয়াইট প্রতিপ্রতীকী প্রায়শ্চিত্তের দিন বলে অভিহিত করেন। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বা আত্মিক প্রায়শ্চিত্তের দিন কৃপাকালের “শেষ দিনগুলো”কে প্রতিনিধিত্ব করে; এটি চূড়ান্ত বিচারের সময়কালকে প্রতিনিধিত্ব করে।

দানিয়েলে সীল করা ভবিষ্যদ্বাণীটি দ্বিবিধ ছিল। শেষ দিনের বিষয়ে একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, যা বিচারের সূচনা ঘোষণা করেছিল, এবং মিলারাইটরা তা চিহ্নিত করেছিল। দানিয়েলের সেই অংশটি অষ্টম ও নবম অধ্যায়ের উলাই নদীর দর্শনে উপস্থাপিত হয়েছে। দানিয়েলে সীল করা অন্য ভবিষ্যদ্বাণীটি বিচারের সমাপ্তি, অ্যাডভেন্টবাদের সমাপ্তি, যুক্তরাষ্ট্রের সমাপ্তি এবং বিশ্বের সমাপ্তি ঘোষণা করে। সেই দর্শনটি হিদ্দেকেল নদীর মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছিল।

> "ঈশ্বরের কাছ থেকে দানিয়েল যে প্রকাশ পেয়েছিলেন, তা বিশেষভাবে এই শেষ দিনগুলোর জন্য দেওয়া হয়েছিল। উলাই ও হিদ্দেকেল—শিনারের দুই মহান নদী—এর তীরে তিনি যে দর্শনগুলি দেখেছিলেন, সেগুলো এখন পূরণ হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে, এবং পূর্বকথিত সব ঘটনাই শীঘ্রই ঘটবে।" Testimonies to Ministers, 112, 113.

উলাই দর্শনটি ১৭৯৮ সালে উন্মোচিত হয় এবং তা ঈশ্বরের পবিত্রস্থান ও তাঁর লোকদের নিয়ে কথা বলে। হিদ্দেকেল দর্শনটি ১৯৮৯ সালে উন্মোচিত হয়, যখন দানিয়েল অধ্যায় ১১, পদ ৪০-এ বর্ণিত মতো, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিনিধিত্বকারী দেশগুলোকে পোপতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্র ঝড়ের মতো বয়ে গিয়ে ভাসিয়ে দেয়; এবং এই দর্শনটি ঈশ্বরের লোকদের শত্রুদের নিয়ে কথা বলে। এই দুই দর্শন প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে বর্ণিত সাতটি মণ্ডলী ও সাতটি মোহরের মতোই কাজ করে। একটি হলো চার্চের অভ্যন্তরীণ ইতিহাস, আরেকটি হলো চার্চের বাহ্যিক ইতিহাস; এবং উভয়ই সমগ্রকাল জুড়ে বিস্তৃত এবং 'বিশেষভাবে' 'এই অন্তিম দিনগুলোর' জন্য।

কিন্তু যদিও আমাদের বলা হয় যে প্রকাশিত বাক্য সেই মোহরযুক্ত গ্রন্থ নয়, আমাদের আবার বলা হয় যে সেটি একটি মোহরযুক্ত গ্রন্থ।

> "প্রকাশিত বাক্য একটি সিলমোহরযুক্ত গ্রন্থ, কিন্তু এটি একই সঙ্গে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থও। এতে এই পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ দিনগুলোতে ঘটতে যাওয়া বিস্ময়কর ঘটনাবলির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থের শিক্ষা সুস্পষ্ট; তা রহস্যময় ও দুর্বোধ্য নয়। এতে দানিয়েলের মতোই একই ধারার ভবিষ্যদ্বাণী তুলে ধরা হয়েছে। কিছু ভবিষ্যদ্বাণী ঈশ্বর পুনরাবৃত্তি করেছেন; এভাবে তিনি দেখিয়েছেন যে সেগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। যে বিষয়গুলোর বড় কোনো তাৎপর্য নেই, প্রভু সেগুলো পুনরাবৃত্তি করেন না।" ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ৯, ৮।

দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো উন্মোচিত হওয়ায় প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থটিও উন্মোচিত; এবং দানিয়েলে যে ভবিষ্যদ্বাণীর ধারাগুলো উন্মোচিত হয়েছে, সেগুলোই প্রকাশিত বাক্যেও পাওয়া যায়। প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে যে অংশটি সীলমোহরে আবদ্ধ ছিল, তা ছিল প্রকাশিত বাক্যেরই এমন এক অংশ, যা বিশেষভাবে “শেষ দিনগুলোতে” ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে সম্পর্কিত। সিস্টার হোয়াইট যখন এই বক্তব্যটি লিখেছিলেন, তখন “সাতটি বজ্রধ্বনি” তখনও সীলমোহরে আবদ্ধ ছিল; তাই তিনি লিখেছিলেন, “এটি একটি সীলমোহরযুক্ত বই।” তিনি আরও বলেছিলেন, দানিয়েলের গ্রন্থই ছিল “যে বইটি সীলমোহরযুক্ত ছিল”—অতীত কালে। তাঁর মতে, এটি ১৭৯৮ সালে উন্মোচিত হয়েছিল।

তার জীবদ্দশায় ‘সাতটি বজ্রধ্বনি’ সম্পর্কে যা সীল করে রাখা হয়েছিল, তা শুধু ‘সাতটি বজ্রধ্বনি’ দ্বারা প্রতীকায়িত ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীই ছিল না; বরং প্রধানত এই যে, ‘সাতটি বজ্রধ্বনি’ নির্দেশ করে—অ্যাডভেন্টবাদের সূচনা তার সমাপ্তির সঙ্গে সমান্তরাল। ‘সাতটি বজ্রধ্বনি’ যিশু খ্রিস্টের প্রকাশিত বাক্য বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাববাণীমূলক নিয়ম প্রকাশ করছে, এবং একই সঙ্গে ঈশ্বরের স্বভাব ও চরিত্রের একটি গুণও প্রকাশ করছে—তিনি সকল কিছুর আরম্ভ ও অন্ত। ভাববাণী দেখায় যে ঈশ্বরের স্বভাব ও চরিত্র-সম্পর্কিত সত্যগুলোর একটি উদ্দেশ্যমূলক বিকাশ রয়েছে।

যখন যিশুকে ‘যিহূদা গোত্রের সিংহ’ হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়, তখন তা ইতিহাস জুড়ে তিনি যেভাবে ক্রমবর্ধমান ও পদ্ধতিগতভাবে সত্য প্রকাশ করেন, সেই কাজটিকেই প্রতীকায়িত করে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্যকে সিলমোহর করে রাখেন, যতক্ষণ না তা বোঝার নির্ধারিত সময় আসে। তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্যে সত্যকে সিলমোহর করেন এবং উন্মোচনও করেন। পালমোনি হিসেবে, যিশু হলেন ‘অদ্ভুত গণনাকারী’, সময়ের কর্তা, যিনি তাঁর ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ করেন। আলফা ও ওমেগা হিসেবে, তিনি অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ভাষারও অধিপতি। যিহূদা গোত্রের সিংহ হিসেবে, মানুষের কাছে কখন সত্য প্রকাশ পাবে, তা তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন।

প্রকাশিত বাক্যের প্রথম অধ্যায়ে, প্রথম তিনটি পদের পর, ঈশ্বরত্বকে তিনটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

> এশিয়ায় অবস্থিত সাতটি মণ্ডলীর প্রতি যোহনের পক্ষ থেকে: তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষিত হোক,
>
> তাঁর কাছ থেকে, যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, এবং যিনি আসবেন;
>
> এবং তাঁর সিংহাসনের সামনে যে সাত আত্মা আছে তাদের কাছ থেকে;

> এবং যীশু খ্রীষ্টের নিকট হইতে, যিনি বিশ্বস্ত সাক্ষী, মৃতদের মধ্য হইতে প্রথমজাত, এবং পৃথিবীর রাজগণের রাজাধিপতি। প্রকাশিত বাক্য ১:৪, ৫।

বাইবেলের শেষ বইটির ভূমিকায় স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের মণ্ডলীর কাছে এমন এক শুভেচ্ছা পাঠানো হয়েছে, যা পিতা, আত্মা ও পুত্রকে চিহ্নিত করে। ঈশ্বরের বাক্যের সমাপ্তি সূচনাকেই পুনরাবৃত্তি করছে, এবং সে মাধ্যমে ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে সঠিক বোঝাপড়ার গুরুত্বকে জোর দিচ্ছে। এটি তাদের উদ্দেশে করা হচ্ছে, যারা ফিলাডেলফিয়ান হবে এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের অন্তর্ভুক্ত হবে। তারা চূড়ান্ত চুক্তির জনগণ, যারা চুক্তির ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় প্রতীকায়িত হয়ে এসেছে। সেই সাক্ষ্যগুলো, অন্যান্য সত্যের পাশাপাশি, প্রতিষ্ঠা করে যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বর তাঁর স্বভাব ও চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞানকে ধাপে ধাপে বাড়াতে সচেষ্ট ছিলেন।

মানুষের ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবের বাইবেলীয় সর্বোচ্চ প্রতীক ছিলেন ফারাও, যিনি মিশরের প্রতিনিধিত্ব করতেন—যা সমগ্র পৃথিবীর, অতএব সমগ্র মানবজাতির প্রতীক। সেই মাইলফলকটি আক্ষরিক ইস্রায়েলের শুরুতে সেই প্রক্রিয়ার সূচনা করে, যেখানে ঈশ্বর তাঁর নাম প্রকাশ করতে চাইছিলেন। আক্ষরিক ইস্রায়েলের শেষে ঈশ্বরের নাম নিয়ে বিতর্কটি আবারও পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। আক্ষরিক ইস্রায়েলের শেষ পর্যায়ে যীশু দায়ূদের ইতিহাস নির্দেশ করে এবং 'প্রথম উল্লেখের নিয়ম' প্রয়োগ করে ইহুদিদের লাওদিকীয় অন্ধত্ব সম্পর্কে চূড়ান্ত বক্তব্যটি উপস্থাপনের মাধ্যমে ইহুদিদের সঙ্গে তাঁর সংলাপকে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি যা বলছিলেন তারা বুঝতে পারেনি, কারণ তারা আলফা ও ওমেগার নিয়ম জানত না, এবং তাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সেই আলফা ও ওমেগাকেও তারা চিনত না।

আধ্যাত্মিক ইস্রায়েলের সূচনায়, মূসার ইতিহাসে প্রতীকায়িত যে বিরোধ, তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি পরিস্থিতি দেখা যায়। অ্যাডভেন্টিবাদ ‘শেষ দিনসমূহের’ ইতিহাসের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আলফা ও ওমেগা সম্পর্কে আরও বোঝার বহু সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যেমনটি প্রাচীন ইস্রায়েলের ক্ষেত্রেও ছিল। খ্রিস্টের দিনগুলিতে যেমন ঘটেছিল, তেমনি অ্যাডভেন্টিবাদের শেষেও এমন এক সময় আসবে, যখন আর কোনো প্রশ্ন করা হবে না।

প্রকাশিত বাক্যের প্রথম অধ্যায়ের অংশে ফিরে গেলে আমরা দেখি যে অনুগ্রহ ও শান্তি প্রেরিত হচ্ছে তাঁর কাছ থেকে—যিনি আছেন, যিনি ছিলেন এবং যিনি আসবেন—এবং সাত আত্মার কাছ থেকেও, এবং যীশুর কাছ থেকেও। ঈশ্বরত্বকে যীশু, সাত আত্মা, এবং যিনি আছেন, ছিলেন ও আসবেন—এদের দ্বারা উপস্থাপিত করা হয়েছে, ফলে আমরা জানতে পারি যে ‘যিনি আছেন, ছিলেন ও আসবেন’ হিসেবে যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলোর অধিকারী হলেন পিতাই। এই বৈশিষ্ট্যগুলো ঈশ্বরের চিরন্তন স্বভাবকে নির্দেশ করে। তিনি সর্বদাই বিদ্যমান, এবং আট ও নয় নম্বর পদে সেই একই গুণ স্পষ্টভাবে যীশুর সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

> আমি আলফা ও ওমেগা, আদি ও অন্ত, বলছেন প্রভু—যিনি আছেন, যিনি ছিলেন এবং যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান। আমি যোহন, তোমাদের ভাই এবং ক্লেশে, আর যিশু খ্রিস্টের রাজ্য ও ধৈর্যে তোমাদের সহভাগী, ঈশ্বরের বাক্যের জন্য এবং যিশু খ্রিস্টের সাক্ষ্যের জন্য পাতমোস নামে দ্বীপে ছিলাম। প্রভুর দিবসে আমি আত্মায় ছিলাম, এবং আমার পিছনে তূর্যের মতো এক মহাস্বর শুনলাম, বলছিল, আমি আলফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ; আর যা তুমি দেখ, তা একটি পুস্তকে লিখে এশিয়াতে যে সাতটি কলীসিয়া আছে, তাদের কাছে পাঠাও—এফেসুস, স্মির্না, পের্গামুস, থিয়াতিরা, সার্দিস, ফিলাদেলফিয়া এবং

> লাওদিকিয়া। প্রকাশিত বাক্য ১:৮-১১।

যাদের কাছে এমন বাইবেল আছে, যেখানে যিশুর কথাগুলো লাল রঙে মুদ্রিত, তারা জানেন যে অষ্টম ও একাদশ পদে কথা বলছেন যিশুই। ঐ পদগুলোতে যিশু নিজেকে 'প্রভু, যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, এবং যিনি আসছেন' বলে পরিচয় দিয়ে জানান যে তিনি পিতার মতো একই অনন্ত স্বভাবের অধিকারী; এবং যিশু আরও যোগ করেন যে তিনি 'সর্বশক্তিমান'।

প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের শুরুতে, যে গ্রন্থটি নিজেকে যিশু খ্রিষ্টের প্রকাশ বলে চিহ্নিত করে, যিশু প্রথমেই বলেন যে তিনি আলফা ও ওমেগা, তিনি পিতার ন্যায় অনন্ত এবং তিনিও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। ঈশ্বরের স্বভাবের এই গুণাবলিই প্রকাশিত বাক্যে যিশুর প্রথম ঘোষণাসমূহ। এই গুণাবলি ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে তাদের মূল অবস্থান এখনো রক্ষা করেন এমন অ্যাডভেন্টিস্টদের জন্য সরাসরি বাধাস্বরূপ। তাদের বিশ্বাস, একটি সময় ছিল যখন পিতা তাঁর পুত্রকে উৎপন্ন করেছিলেন।

প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের শেষ অংশটি প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের শুরু অংশের সঙ্গে মিল খায়।

ঈশ্বরত্বের বর্ণনার পরেই দ্বিতীয় আগমনের আলোচনা আসে। বাইশতম অধ্যায়ে আমরা দেখি, বইটির সমাপ্তি বইটির সূচনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং দ্বিতীয় আগমনের উল্লেখের মাধ্যমে দ্বাদশ পদটি প্রথম অধ্যায়ের সপ্তম পদের সঙ্গে সমান্তরাল হয়।

> আর দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি; আর আমার পুরস্কার আমার সঙ্গে, যাতে প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী দিতে পারি। আমি আলফা ও ওমেগা, আদি ও অন্ত, প্রথম ও শেষ। ধন্য তারা, যারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে, যাতে তারা জীবনের বৃক্ষে অধিকার পায় এবং ফটক দিয়ে নগরে প্রবেশ করতে পারে। কারণ বাইরে আছে কুকুরেরা, যাদুকরেরা, ব্যভিচারীরা, হত্যাকারীরা, মূর্তিপূজকেরা, এবং যে কেউ মিথ্যাকে ভালোবাসে ও মিথ্যা বানায়। আমি, যীশু, মণ্ডলীদের মধ্যে তোমাদের কাছে এই বিষয়গুলোর সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আমার দূত পাঠিয়েছি। আমি দাউদের মূল এবং বংশধর, এবং উজ্জ্বল প্রভাতের তারা। আর আত্মা ও বধূ বলে, এসো। আর যে শোনে, সে বলুক, এসো। আর যে তৃষ্ণার্ত, সে আসুক। আর যে ইচ্ছা করে, সে বিনামূল্যে জীবনের জল গ্রহণ করুক। প্রকাশিত বাক্য ২২:১২-১৭।

দ্বিতীয় আগমনের উল্লেখ করার পর, যীশু প্রকাশিত বাক্যের প্রথম অধ্যায়ে যেমন, নিজেকে আলফা ও ওমেগা হিসেবে পরিচয় দেন। তারপর তিনি আত্মা মণ্ডলীদের উদ্দেশে যা বলেছেন, তা যারা শুনবে এবং যারা শুনবে না—তাদের মধ্যে পার্থক্যটি তুলে ধরেন। তিনি প্রথম অধ্যায়ের প্রথম থেকে তৃতীয় পদে বর্ণিত যোগাযোগের প্রক্রিয়ারও উল্লেখ করেন, জানিয়ে দেন যে তিনি বার্তাটি নিয়ে গাব্রিয়েলকে যোহনের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

তখন তিনি প্রাচীন ইস্রায়েলের অন্তিম কালে শাস্ত্রবিদ ও ফারিসিদের উদ্দেশে যে শেষ বক্তব্যটি দিয়েছিলেন, তাতেই ফিরে আসেন। তিনি 'শেষ দিনগুলিতে' যারা থাকবে তাদের জন্য প্রকাশিত বাক্যে উত্তর দিয়ে—যা তাদের 'শেষ দিনে' ইহুদিরা বুঝতে পারেনি—আক্ষরিক ও আত্মিক ইস্রায়েলের উভয় সমাপ্তিকে একসূত্রে গেঁথে দেন। তিনি বলেন, তিনি দাউদের মূল (আদি) এবং বংশধর (অন্ত্য)। দাউদ ও তাঁর প্রভু বিষয়টি ছিল তর্কপ্রিয় ইহুদিদের উদ্দেশে যিশুর করা শেষ উক্তি, এবং সেটিই শেষ দিনের তাদের জন্য চূড়ান্ত ঘোষণার দৃষ্টান্ত, যারা ফিলাদেলফিয়ার মণ্ডলীকে দেওয়া বার্তার ভাষায় নিজেদের ইহুদি বলে দাবি করে, কিন্তু নয়।

> দেখ, যারা শয়তানের সমাবেশের, যারা বলে যে তারা ইহুদি, অথচ নয়, বরং মিথ্যা বলে—দেখ, আমি তাদের এমন করব যে তারা এসে তোমার পায়ের সামনে প্রণাম করবে এবং জেনে

> নবে যে আমি তোমাকে ভালোবেসেছি। কারণ তুমি আমার ধৈর্যের বাক্য পালন করছ, আমিও তোমাকে সেই পরীক্ষার সময় থেকে রক্ষা করব, যা সমগ্র পৃথিবীর উপর আসবে, পৃথিবীতে বসবাসকারীদের পরীক্ষা করার জন্য। প্রকাশিত বাক্য ৩:৯, ১০।

সন্তদের পায়ের কাছে যারা উপাসনা করে, তারা লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিস্টরা, যারা প্রভুর মুখ থেকে উগরে ফেলে হয়েছে।

> আপনি মনে করেন যে যারা সন্তদের পায়ের সামনে উপাসনা করবে (প্রকাশিত বাক্য ৩:৯), তারা অবশেষে পরিত্রাণ পাবে। এখানে আমি আপনার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করি; কারণ ঈশ্বর আমাকে দেখিয়েছেন যে এই শ্রেণির লোকেরা নিজেদেরকে অ্যাডভেন্টিস্ট বলে পরিচয় দিতে, কিন্তু পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল, এবং 'নিজেদের জন্য ঈশ্বরের পুত্রকে আবার ক্রুশবিদ্ধ করছে এবং তাঁকে প্রকাশ্যে লজ্জিত করছে।' আর 'পরীক্ষার সময়ে', যা এখনও আসতে বাকি, সবার প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ করার জন্য, তারা বুঝবে যে তারা চরিতরে নাশপ্রাপ্ত; এবং আত্মার যন্ত্রণায় অভিভূত হয়ে, তারা সন্তদের পায়ের কাছে নত হবে। ক্ষুদ্র পালের উদ্দেশ্যে বাণী, ১২।

বাইবেল ও ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা অনুযায়ী, যারা সন্তদের পদপ্রান্তে উপাসনা করে, তারা শয়তানের সভাগৃহের সদস্য। তারা নিজেদের ইহুদি বলে দাবি করে, কিন্তু তারা নয়। ফিলাদেলফিয়ার মণ্ডলীতে ধার্মিক অ্যাডভেন্টিস্টদের উদ্দেশে সম্বোধন করা হয়েছে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার হলো ফিলাদেলফীয়রা, আর যারা নিজেদের ইহুদি বলে কিন্তু নয়, তারা লাওদিকীয়রা। "শেষ দিনে" বিশ্বস্ত লোকদের দুই শ্রেণি আছে: এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার, এবং যারা শহীদ। সাতটি মণ্ডলীর মধ্যে মাত্র দুটি এমন আছে যাদের প্রতি কোনো ভর্ৎসনা নেই। একটি হলো ফিলাদেলফিয়া, যা তাদের প্রতিনিধিত্ব করে যারা কখনো মরে না; আর অন্যটি হলো স্মির্না, যা বিশ্বস্ত শহীদদের প্রতিনিধিত্ব করে। শহীদরা ও যারা মরে না, অর্থাৎ স্মির্না ও ফিলাদেলফিয়া, এই দুই মণ্ডলীই সাতটির মধ্যে একমাত্র, যাদের দেওয়া বার্তায় কোনো ভর্ৎসনা ছিল না। তবু, উভয় মণ্ডলীই এমন লোকদের মোকাবিলা করছে যারা নিজেদের ইহুদি বলে দাবি করত, কিন্তু ছিল না। বিষয়টি এমনই, কারণ "শেষ দিনে" তারা সবাই একই মণ্ডলীর সদস্য, একই পরিস্থিতির মুখোমুখি; এক শ্রেণি রিক্ত দিয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য নিয়োজিত, যাদের প্রতিনিধিত্ব করেন রূপান্তরের পর্বতে মোশি, আর অন্য শ্রেণির প্রতিনিধি এলিয়াহ, যিনি কখনো মারা যাননি।

> স্মির্নার সভার দূতের কাছে লিখ: এই কথা বলেন প্রথম ও শেষ, যিনি মৃত ছিলেন এবং জীবিত হয়েছেন: আমি তোমার কাজ, ক্লেশ, ও দারিদ্র্য জানি (তবে তুমি ধনী); আর যারা বলে যে তারা ইহুদী, অথচ নয়— বরং শয়তানের সভাগৃহ— তাদের নিন্দাও আমি জানি। যে কষ্টগুলি তোমাকে ভোগ করতে হবে, সেগুলোকে ভয় করো না; দেখ, শয়তান তোমাদের কয়েকজনকে কারাগারে নিক্ষেপ করবে, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করা হয়; আর তোমরা দশ দিন ক্লেশে ভোগ করবে। মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত থেকো, আর আমি তোমাকে জীবনের মুকুট দেব। প্রকাশিত বাক্য ২:৮-১০।

যখন যীশু স্মির্নার কলসিয়ার ভয়াবহ পরিস্থিতি বর্ণনা করেন, তিনি মাত্র একটি ইতিবাচক মন্তব্য করেন, যখন তিনি বলেন, "তবু তুমি ধনী," এভাবে তিনি তাদের ধনী নয় এমন শয়তানের সিনাগগের সদস্যদের সঙ্গে তুলনা করেন। প্রকাশিত বাক্যে যাঁরা অ্যাডভেন্টিস্ট এবং মনে করেন যে তারা ধনী, অথচ ধনী নন, তাঁরা সেই ইহুদিরাই যারা বলে যে তারা ইহুদি, অথচ নয়—কারণ তারা লাওদিকিয়ার সপ্তম-দিনের অ্যাডভেন্টিস্টরা।

প্রকাশিত বাক্যের প্রারম্ভে ঈশ্বরত্ব তিন ব্যক্তিরূপে উপস্থাপিত হয়েছে, এবং প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের শেষে যীশু ও আত্মার সরাসরি উল্লেখ আছে, কিন্তু পিতার নয়। তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ 'পংক্তির পর পংক্তি' নীতি ও 'প্রথমটি শেষটিকে ব্যাখ্যা করে' এই নীতির সমন্বয় দাবি করে যে প্রকাশিত বাক্যের শেষ পদগুলোতেও পিতাকে স্বীকৃত করতে হবে, কারণ প্রথম দিকের পদগুলোতেই তাঁর উপস্থিতি ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হয়েছে। এটি যোহনের সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ের থেকে ভিন্ন নয়, যেখানে যোহন সরাসরি আত্মার উল্লেখ করেন না, কিন্তু বোঝা যায় যে আত্মা সেখানে আছেন, কারণ 'আদিতে' এই অভিব্যক্তিটি প্রথমবার লেখা হয়েছিল যখন, তখনই আত্মা সেখানে ছিলেন। যোহনের সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ও একই বাক্যাংশ 'আদিতে' দিয়ে শুরু হয়।

"শুরু"টি একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীক এবং তা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নিয়ম অনুযায়ী, "লাইন পর লাইন"সহ, মূল্যায়িত হওয়া উচিত। মূসার "শুরু"ই যোহনের সুসমাচারের "শুরু", সেটিই "প্রকাশিত বাক্য" গ্রন্থের "শুরু", এবং সেটিই আবার "প্রকাশিত বাক্য"-এর শেষেও। ওই চারটি লাইনের মধ্যে দুইবার স্বর্গীয় ত্রয়ীর তিনজনই চিহ্নিত করা হয়েছে; একটি লাইনে (যোহনের সুসমাচারে) আত্মা অনুপস্থিত থাকতে পারে, আর চতুর্থ লাইনে পিতা অনুপস্থিত; কিন্তু একত্রে আনলে চারটি লাইনের প্রতিটিতেই ঐশ্বরিক তিন ব্যক্তি প্রতিনিধিত্ব করছেন।

খ্রিস্ট এসেছিলেন পিতাকে প্রকাশ করতে, আর পবিত্র আত্মা এসেছিলেন পুত্রকে প্রকাশ করতে। তিনজনই শাশ্বত ত্যাগ করেছেন। পিতা জগৎকে এত ভালোবেসেছিলেন যে তিনি যিশুকে দিলেন; যিশুও জগৎকে এত ভালোবাসলেন যে তিনি চিরকাল ধরে তাঁরই সৃষ্টি মানুষের দেহ গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। সৃষ্টিকর্তা যখন তাঁর সৃষ্টির অংশ হয়ে ওঠার সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেই কর্মে কী ধরনের দান প্রকাশ পায়? ঈশ্বরত্বের তৃতীয় ব্যক্তি নিজেকেই দান করেছেন, কারণ তিনি 'মানবজাতি' নামে পরিচিত সৃষ্ট সত্তার মধ্যে বসবাসের অবস্থান গ্রহণ করেছেন—সমগ্র অনন্তকাল ধরে।

সম্ভবত এই কারণেই পবিত্র আত্মাকে বারবার ঈশ্বরের লোকদের প্রতীকসমূহের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তিনি ঈশ্বরত্বের সেই ব্যক্তি, যিনি মানব সৃষ্টির সঙ্গে অবস্থান করেন। সুতরাং, ধর্মগ্রন্থে পবিত্র আত্মার প্রতীকসমূহ প্রায়শই এমন একটি প্রতীকে উপস্থাপিত হয়, যা কখনো পবিত্র আত্মাকে, কখনো মানবজাতিকে প্রতিনিধিত্ব করে। আদিতে আত্মা জলসমূহের উপর গতি করছিল।

> আর তিনি আমাকে বললেন, তুমি যে জলসমূহ দেখেছিলে, যেখানে সেই বেশ্যা বসে আছে, সেগুলো হল বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, বিপুল জনতা, নানা জাতি ও ভাষা। প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৫।

মূসা কর্তৃক স্থাপিত পবিত্রস্থানে এমন একমাত্র আসবাব ছিল, যার জন্য কারিগরদের অনুসরণ করার মতো নির্দিষ্ট নকশা বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়নি—সেটি হলো সাত-শাখাবিশিষ্ট প্রদীপাধার। প্রদীপাধার মানবীয় ও ঐশ্বরিকতার সমন্বয়কে প্রতিনিধিত্ব করে। এই কারণে, পবিত্রস্থানের সামগ্রীর মধ্যে এটিই একমাত্র বস্তু ছিল, যার নকশায় মানুষকে অবদান রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। খ্রিস্ট যে সাতটি প্রদীপাধারের মধ্যে চলাফেরা করেন, সেগুলোকে সাতটি গির্জা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে; তবুও প্রদীপাধার তেল দ্বারা জ্বালানি পেতে, যা পবিত্র আত্মার প্রতীক, এবং আলোর জন্য শিখাকে ধরে রাখত যে সলতে, তা পুরোহিতদের ব্যবহৃত সাদা সূক্ষ্ম সুতির পোশাক থেকে তৈরি ছিল, যা জগতের আলোর মতো দীপ্তিমান খ্রিস্টের ধার্মিকতার প্রতীক। ঈশ্বরের লোকেরা জগতের

আলো, কিন্তু সেই আলো কেবল পবিত্র আত্মার তেলের দ্বারাই জ্বালানি পায়। শাস্ত্রে তাঁর বর্ণনায় পবিত্র আত্মাকে প্রায়ই মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

> আর সিংহাসন থেকে বজ্রপাত, বজ্রধ্বনি ও কণ্ঠস্বর নির্গত হচ্ছিল; আর সিংহাসনের সামনে আগুনের সাতটি প্রদীপ জ্বলছিল; সেগুলিই ঈশ্বরের সাত আত্মা। প্রকাশিত বাক্য ৪:৫।

এখানে সাতটি প্রদীপকে 'ঈশ্বরের সাত আত্মা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তবুও বলা হয়েছে যে সাতটি দীপাধারই সাতটি মণ্ডলী।

> সাতটি নক্ষত্র, যা তুমি আমার ডান হাতে দেখেছিলে, এবং সাতটি সোনার প্রদীপাধারের রহস্য। সাতটি নক্ষত্র হল সাতটি মণ্ডলীর স্বর্গদূত; আর সাতটি প্রদীপাধার, যা তুমি দেখেছিলে, সেগুলি হল সাতটি মণ্ডলী। প্রকাশিত বাক্য 1:20।

সাতটি প্রদীপাধার একাধারে ঈশ্বরের সাত আত্মা এবং ঈশ্বরের গির্জা।

> আমি দেখলাম, আর দেখো, সিংহাসনের ও চারটি প্রাণীর মাঝখানে, এবং প্রবীণদের মাঝখানে, একটি মেষশাবক দাঁড়িয়ে ছিল, যেন সেটি জবাই করা হয়েছিল; তার সাতটি শিং ও সাতটি চোখ ছিল, যেগুলো ঈশ্বরের সাতটি আত্মা, যেগুলো সমগ্র পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছে। প্রকাশিত বাক্য ৫:৬।

সাতটি শিং এবং সাতটি চোখও সেই পবিত্র আত্মা, যিনি সারা পৃথিবীতে প্রেরিত হন; আর বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলে একজন খ্রিস্টানও সারা পৃথিবীতে প্রেরিত হন, কারণ তিনি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম নিয়েছেন। রবিবার আইন সংকটে শহীদদের জন্য এবং ১৮৪৪ সাল থেকে আধুনিক আধ্যাত্মিক ইস্রায়েলে বিশ্বাসে মৃত্যুবরণকারী সকলের জন্য উচ্চারিত আশীর্বাদে, তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন পবিত্র আত্মাই, যখন তিনি বলেন, "হ্যাঁ," "তারা নিজেদের শ্রম থেকে বিশ্রাম নিক," কারণ তাদের শ্রমের পুরোটা সময়, তারা প্রাণ বিসর্জন দেওয়া পর্যন্ত, তিনি তাদের সঙ্গে ছিলেন।

> আর আমি স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর শুনলাম, যে আমাকে বলল, 'লিখ: এখন থেকে যারা প্রভুতে মৃত্যুবরণ করেন, তারা ধন্য; হ্যাঁ, আত্মা বলেন, যাতে তারা তাদের পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম পায়; এবং তাদের কর্ম তাদের অনুসরণ করে।' প্রকাশিত বাক্য ১৪:১৩।

যখন আমরা প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের শেষ ও শুরু, বাইবেলের শুরু এবং যোহনের সুসমাচারের শুরু বিবেচনা করি, তখন দেখি যে ত্রিত্বের তিন ব্যক্তি সকলেই সেখানে উপস্থিত; তবে পিতার উপস্থিতি 'লাইন পর লাইন' নীতির প্রয়োগের ভিত্তিতে অনুধাবন করা যায়। পুত্রও সেখানে আছেন, নিজেকে আলফা ও ওমেগা হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন।

যদি আমরা স্বীকার করি যে মানবতা ও *ঐশ্বরিকতার* সমন্বয় হলো পবিত্র আত্মা ও মানবজাতির সমন্বয়, তাহলে আমরা বুঝতে পারি কেন পবিত্র আত্মার প্রতীকগুলি মানবজাতির প্রতীকগুলির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মাথায় রেখে, আমরা ফিরে যাই সেই দুটি 'শুরুতে'র দিকে, যেগুলো নিয়ে আমরা বারবার আলোচনা করে আসছি।

> আদিতে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। পৃথিবী ছিল নিরাকার ও শূন্য; গভীরের উপর অন্ধকার ছিল। আর ঈশ্বরের আত্মা জলরাশির উপর ভাসছিল। ঈশ্বর বললেন, 'আলো হোক,' এবং আলো হলো। ঈশ্বর দেখলেন যে আলো ভালো; এবং ঈশ্বর

আলোকে অন্ধকার থেকে পৃথক করলেন। উৎপত্তি ১:১–৪।

আদিতে বাক্য ছিল, এবং সেই বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল, এবং সেই বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন। সেই বাক্য আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল। সকল বস্তু তাঁর দ্বারাই সৃষ্টি হল; এবং তাঁকে ছাড়া যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, তার একটিও সৃষ্টি হয়নি। তাঁর মধ্যে ছিল জীবন; এবং সেই জীবনই মানুষের আলো ছিল। এবং সেই আলো অন্ধকারে জ্বলে; আর অন্ধকার তাকে গ্রহণ করেনি। যোহন ১:১-৫।

"আরম্ভে"র এই দুই সাক্ষীর সহায়ে; ঈশ্বর, সেই বাক্য, যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাঁর জীবনও দিলেন, কারণ "তাঁর মধ্যে জীবন ছিল", এবং তাঁর জীবনই ছিল মানুষের "আলো"। সৃষ্ট মানুষের "আলো" হলো স্রষ্টার ধার্মিকতা। স্রষ্টার ধার্মিকতাই পবিত্রস্থানে প্রদীপগুলোর সলতে।

আর তাকে এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছিল যে, সে বিশুদ্ধ ও শুভ্র সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্রে সজ্জিত হবে: কারণ সেই সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্রই সাধুদের ধার্মিকতা। প্রকাশিত বাক্য ১৯:১৮।

সলতে জ্বালানোর তেলে বিশ্বাসীর জীবনে পবিত্র আত্মার কার্যকলাপকে প্রতীকায়িত করে। আদিতে পৃথিবী অন্ধকার ছিল এবং কোনো আলো ছিল না। এরপর যিশু তাঁর মধ্যে যে জীবন ছিল, সেই জীবনই দিলেন, যেন মানুষের জন্য আলো থাকে।

পৃথিবীতে যারা বসবাস করে, যাদের নাম জগতের ভিত্তি স্থাপনের সময় থেকেই বধ হওয়া মেষশাবকের জীবনপুস্তকে লেখা নেই, তারা সবাই তাকে উপাসনা করবে। প্রকাশিত বাক্য ১৩:৮।

যখন যীশু মানবজাতির জন্য আত্মবলিদান হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন তিনি যাতে মানুষ আলো পায়, সে জন্য নিজের জীবন দিলেন। এই দুই অংশে যেমন দেখা যায়, আলো যখনই আসে, তখন তা উপাসকদের দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করে—আলো ও অন্ধকার দ্বারা চিহ্নিত, দিনের সন্তান বা রাতের সন্তান।

কিন্তু তোমরা, ভাইয়েরা, অন্ধকারে নও; তাই সেই দিন চোরের মতো তোমাদের ওপর এসে পড়বে না। তোমরা সবাই আলোর সন্তান, দিনের সন্তান; আমরা রাত্রির নই, অন্ধকারেরও নই। ১ থিষলনীকীয় ৫:৪, ৫।

যখন আমরা উপলব্ধি করি যে দিনের সন্তানদের সঙ্গে পবিত্র আত্মার ঘনিষ্ঠ, শাশ্বত সম্পর্ক রয়েছে, তখন আমরা বুঝতে পারি কেন ঈশ্বরের সন্তানেরা এবং পবিত্র আত্মা—উভয়ের প্রতীকসমূহ এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। প্রকাশিত বাক্যের শেষে অংশে আমরা যীশুকে আলফা ও ওমেগা হিসেবে দেখি, পঙ্ক্তির পর পঙ্ক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা পিতাকে দেখি এবং পবিত্র আত্মা তাঁর নিজের চূড়ান্ত প্রতীকী উপস্থাপনা দিচ্ছেন, কারণ পূর্বকালের পবিত্র মানুষরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে কথা বলছিলেন। আদিপুস্তকে তাঁর নিজের বিষয়ে প্রথম উক্তি তাঁকে জলের উপর বিচরণরত, অর্থাৎ মানবজাতির উপর ক্রিয়াশীল হিসেবে চিহ্নিত করে, আর তাঁর নিজের প্রতি শেষ উল্লেখটি নিম্নরূপ।

আর আত্মা ও কনে বলেন, 'এসো।' আর যে শোনে, সে-ও বলুক, 'এসো।' আর যে তৃষ্ণার্ত, সে আসুক। আর যে কেউ ইচ্ছা করে, সে বিনামূল্যে জীবনের জল গ্রহণ করুক। প্রকাশিত বাক্য ২২:১৭।

আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত পবিত্র আত্মাকে মানবজাতির সঙ্গে সম্পর্কিত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, কারণ দিনের সন্তানরা ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের সমন্বয়কে উপস্থাপন করে। পৌল যেমন, তেমনি যিশাইয়ও বলেন যে মানুষ পাত্র; আর পবিত্রস্থানের দীপস্তম্ভগুলিতে এমন পাত্র ছিল, যেখানে সলতে রাখা হতো, এবং তেল সেই পাত্রগুলিতে নেমে এসে আলোক প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি জোগাত—যে আলো খ্রিস্টের ধার্মিকতা। আমরা পবিত্র আত্মার পাত্র; পবিত্র আত্মা, যিনি ঈশ্বরত্বের তৃতীয় ব্যক্তি, তিনি ঈশ্বরের বাক্যে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত চিহ্নিত, এবং ভাববাণীর আত্মার লেখনিতেও সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত।

অ্যাডভেন্টবাদের শুরুতে এবং শেষে পূরণ হওয়া দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তায় দুটি স্বতন্ত্র বার্তা আছে; একটি গির্জার জন্য এবং একটি বিশ্বের জন্য।